তারিখ .. ৯।।৮৬ ... ...
পৃষ্ঠা ... . ২ কলাম ... ১ ... ...

092

ইত্তেফাক

খালখনন : তদন্ত রিপোর্ট--এবং

বিষয়টি যদিও বিশেষ খাল খনন কর্মসূচীর, তবুও আলোচনার জন্য আমরা উক্ত খাল খনন সংক্রান্ত রিপোর্টই বাছিয়া নিয়াছি। গত বৃহস্পতিবার হইতে পত্রান্তরে এই তদন্ত রিপোর্টটি প্রকাশিত হইতেছে। তদন্ত রিপোর্টের মধ্যে যে কথাটি সবচাইতে বড় হইয়া ধরা পড়িয়াছে তাহা হইল, ১৯৭৯-৮২ সালে বিশেষ খাল খনন কর্মসূচীর অধীনে লো-লিফট পাম্প ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ বাবদ প্রায় ৪৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু সরকারী নীতি নির্ধারণে দূরদর্শিতার অভাব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতির দরুন বিশেষ খাল খনন কর্মসূচী ব্যর্থ হইয়া যায় এবং পরিণতিতে উক্ত খরচের পুরা অর্থেরই অপচয় ঘটে। উল্লেখ্য যে, খাল খনন সংক্রান্ত এই বিশেষ কর্মসূচী যখন গ্রহণ করা হইয়াছিল, তখন এইমর্মে আশার বাণী শোনান হইয়াছিল যে, এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইলে অতিরিক্ত ৩ লাখ ২০ হাজার একর জমি সেচের আওতায় আসিবে এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া খাদ্য আমদানী ক্ষেত্রে চারশত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার খরচ বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, সরকারী এই আশাবাদ সফল হয় নাই এবং সরকারী অর্থের হরিলুট ঘটিয়াছে।

এখানেই যে কথাটা সর্বাগ্রে মনে জাগে, সরকারী অর্থ মূলতঃ জনগণের অর্থ নয় কি? এই টাকাটা যদি নীতি নির্ধারক কোন সরকারী ব্যক্তির কিংবা সেই নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব-প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক অর্থ হইত, তাহা হইলে কি এইভাবে অপচয়-হরিলুট হইত? হইতে পারিত? সরকারী নীতি কাহারা নির্ধারণ করেন? কিসের ভিত্তিতে সেই নীতি নির্ধারিত হইয়া থাকে? তাছাড়া এই যে ৪৫ কোটি টাকা খাল খনন, সেচযন্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণে পানিতে ঢালা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিলাইয়া যায় নাই। ওই অর্থের সবটা না হউক একটা বিশেষ অংশ নিশ্চয়ই কাহারও না কাহারও পকেটে গিয়াই জমা হইয়াছে—তাহা সেচযন্ত্র সংগ্রহের কমিশন হিসাবেই হউক অথবা উড়োজাহাজে সেই সেচযন্ত্র বহনের খরচ বাবদই হউক,—কিংবা এদিক-সেদিক ক্রয়-বিক্রয়ের ধারাতেই হউক। সরকার আসেন, সরকার যান। কিন্তু শক্ত খুঁটির পোখ্ত আসনে বসিয়া যাঁহারা—যখন যে সরকারই আসুন, তাঁহাদের হইয়া প্লান করেন, প্রোগ্রাম করেন এবং সেইসব প্লান-প্রোগ্রামের জন্য হিল্লী-দিল্লী দৌড়-ঝাঁপ শুরু করেন, তাঁহারা ওই বিশেষ খাল খনন কর্মসূচীর আগেও এ ধরনের বহু কর্মসূচী 'প্রণয়ন' ও 'বাস্তবায়ন' করিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহাদের তৎপরতায় বহু 'সবুজ বিপ্লব' দেখিয়াছে, বহু 'স্বনির্ভর আন্দোলন', বহু 'অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচীর' সুনাম ও জয়গান শুনিয়াছে। শুধু তাই নয়, ওই বিশেষ বিশেষ কর্মসূচীর পরেও আরও বহু বিশেষ ও নির্বিশেষ পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর ধারা অব্যাহত থাকিতেও দেশবাসী দেখিতেছে। ভবিষ্যতেও হয়তো দেখিবে।

প্রশ্ন জাগে, আজ যাঁহারা আগের সেই বিশেষ কর্মসূচীর তদন্ত করিতেছেন, রিপোর্ট দিতেছেন, তাঁহারাই কি অতীতে কোন না কোনভাবে ওই কর্মসূচী না হউক ওই ধরনের ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত বহু কর্মসূচীর সহিতই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না? এখনও কি তাঁহারাই কোন না কোনভাবে কোন না কোন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সাথে জড়িত নাই? এবং দূর কিংবা অদূর ভবিষ্যতে আবারও কি এই রকমই তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ পাইবে না? এই রকমই কোটি কোটি টাকার অপচয় ও হরিলুটের কাহিনীতে পত্রিকার পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত হইবে না? উহা পড়িয়াও দেশের মানুষ কি হায়-আফসোস করিতে কম করিবেন?

এখানেই আমাদের প্রশ্ন,—অনেক তো হইয়াছে—আর কত? আর কতকাল জনসাধারণকে এমনিতর অপচয় ও হরিলুটের আবর্তে নিক্ষেপ করার বেসাতি এমন নির্বিঘ্নে, এমন সুকৌশলে চালানো হইবে? হাঁসের মত আর কতকাল গায়ের পানি ঝাড়িয়া ফেলিয়া জনসাধারণকে 'বোকা' বানান যাইবে? আমরা বহুবারই বলিয়াছি, জনগণের অর্থের ব্যাপারে জওয়াবদিহির ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। আমরা আজ সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে চাই, সেই জওয়াবদিহি কাহাদের করিতে হইবে তাহাও সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। মন্ত্রী, সেক্রেটারী, পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, উন্নয়ন কর্মকর্তা যিনিই হউন টার্ম ও মেয়াদ শেষ হইলেই যেন অথবা এক অফিস ও পদ হইতে অন্য অফিস ও পদে বদলি হওয়ার পর যেন সেই জওয়াবদিহির আওতা কেহ এড়াইতে না পারেন। এতকাল এসব বিষয়ে পলিটিক্যাল মন্ত্রী-মিনিস্টাররাই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, সাজা পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কাজ হয় নাই।